তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৪৫

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- আজকের অতিথি এবিনিউজ২৪.কম-এর প্রধান সম্পাদক সুভাষ সিংহ রায় এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুর।

তারিখ- ০৩-০৭-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের কোভিড পরিস্থিতি অবনতির দিকে| সংক্রান্ত সংখ্যা প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে| অন্যদিকে মৃতের সংখ্যা কমছে না| এই অবস্থা শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন| লকডাউন যারা ভঙ্গ করেছেন তাদের অনেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে| টিকা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন সুসংবাদ না থাকলেও সরকারি দিক থেকে আশ্বস্ত দেওয়া হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র ও আর চীন থেকে প্রায় অর্ধ লক্ষ টিকা খুব শীঘ্রই আসবে অর্থাৎ জুলাই, এই মাসের মধ্যেই আসবে| শেষ পর্যন্ত কতটা আসবে এবং চাহিদা কতটা কিভাবে পূরণ করা যাবে সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয় এখন পর্যন্ত রয়েছে বিশেষ করে যারা ইস্ট্রোজেনইকার প্রথম ডোজটি দিয়েছেন তাদের দ্বিতীয় ডোজের ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত| সব মিলিয়ে বিশ্বপরিস্থিতি কোথাও কোথাও উন্নত থাকলে, যেসব জায়গায় পরিস্থিতি খুব ভালো হয়েছিল সেখানে আবার কোথাও কোথাও আবার উদ্বেগ ছড়ানোর মতো ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে| অনেকেই বলছেন যে এই টিকা বা পরিস্থিতি ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট বা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট সেটি আসলে কোন অবস্থাতেই টিকা বা মাস্ক কোন কিছুই তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না| বাংলাদেশের যে সকল রোগী পাওয়া গেছে তার আ সেই প্রায় সম্প্রতিকালে সনাক্ত যারা ডেল্টা ভেরিয়েন্ট এ আক্রান্ত এবং টেইন টু টুয়েলভ পারসেন্ট হচ্ছে বেটা ভেরিয়েন্ট, যেটি সাউথ আফ্রিকা থেকে আসা ভ্যারিয়েন্ট সেটাই আক্রান্ত| এদিকে জীবন-জীবিকার সংকট আছে এবং এদের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সরকারি দিক থেকে আছে বলে সরকার বলছেন, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সেটি নিয়েও নানা রকমের প্রশ্ন রয়েছে| এসব বিষয় নিয়ে কথা বলবে, কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে ঢাকার লালমাটিয়া বাসা থেকে যুক্ত হচ্ছেন এবিনিউজ২৪.কম-এর প্রধান সম্পাদক সুভাষ সিংহ রায় এবং ঢাকার গুলশান থেকে যুক্ত হচ্ছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুর| স্বাগত আপনাদের দু'জনকেই তৃতীয় মাত্রায়| সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে দিয়ে আমি আলোচনা শুরু করি যে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে বা সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অবসেরভেশন কি?

সুভাষ সিংহ রায়ঃ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, এবং সহ কথক হিসেবে যিনি আছেন বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আব্দুস সবুর, তাকে আমার শুভেচ্ছা এবং তার জন্য শ্রদ্ধা এবং তার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, দর্শকদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি| ওই জীবনদশেষের বিখ্যাত কবিতা যে পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ এখন| পৃথিবীর এখন যে গভীরতম অসুখ, সেটা আপনার পাক বিস্তারের মুখবন্দিতা উল্লেখ করেছিল| সংকট গুলো কোথায় এবং সমাধানের দিকে পৃথিবী কিভাবে এগুচ্ছে কিংবা তার চেষ্টা আর আমাদের এখানের পরিস্থিতি কি সেটাও আপনি উল্লেখ করেছেন| মর্ডানঅফ সিলোসোমিক 45 লক্ষ টিকা

বাংলাদেশে এসে গেছে| সেটা আমাদের জন্য অনেক ভালো সুসংবাদ| কিন্তু আমরা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা দুর্বলতা প্রকাশ করেছি গত এই 480 দিনে| অনেক রকম ব্যক্ত ঘটিয়েছি , অনেক রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে পরিস্থিতিকে কোন কোন ক্ষেত্রে সামলানো খুব মুশকিল হয়েছিল, কিন্তু এটাও ঠিক এই ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের কিছু কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে| জনসাস্থ বিদদের কথা সবসময় আমরা শুনতে পারিনি এবং এই না শুনাটা আমাদের বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছে| কিন্তু বাস্তবে বাস্তবতা টা ভিন্ন| এবং আজকের এই পরিস্থিতিতে এটা এখন আমাদের জন্য খুবই বড় ধরনের শিক্ষা| যে আমরা ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছে কিনা| এবং আগামী দিনে যেই চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলার জন্য আমরা কতটুকু নিজেদেরকে প্রস্তুত করছি| সেই বিখ্যাত কবি কৃষ্ণচন্দ্র দাসের একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন আছে আমরা ছোটবেলায় সবাই পড়েছি, যত দিন ভবে না হবে না হবে তোমার অবস্থা আমার সম, এসব হাসিবে, দেখেনা দেখিবে, শুনে না শুনিবে, যাতনামম| তা আমরা আসলে ও অনেকেই বুঝছিলাম যে আমরা এই কোভিড নাইনটিন যার পরিবারে হয়েছে কিংবা যাদের আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজন আক্রান্ত হয়েছেন এবং যাদের অনেককে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে, এদের কি যন্ত্রণা, এর যে কি অর্থনৈতিক অভিমা, এর যে কি শারীরি.. এইদিকে মানসিক অভিমান, কি বিপর্যস্ত করে দেয় এটা আমরা অনেক সময় বুঝতে চাই না| যে কারণে, আপনি দেখেন লকডাউন এর প্রথম দিকে এটাকে আমরা কঠোর লকডাউন বলেছি, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হয়েছে এরকম মানুষ সংখ্যা কিন্তু কম না এবং তাদেরকে পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সকলেই মিলে যে প্রচেষ্টা সে প্রচেষ্টায় তারা গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে| এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা কতটুকু আগামী দিনে এটা মোকাবেলা করতে পারব,আমাদের টিকাদান কর্মসূচি গতিময়তার সাথে শুরু করতে পেরেছিলাম| আমি সেটা আমাদের ছেদ পড়েছে ভারতের ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের কারণে| সেটার জন্য অনেক প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন, অনেকে বলে থাকেন যে আমরা আরো বেশি প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ছিল, অন্য উৎস সন্ধান করা উচিত ছিল| কিন্তু যে সময়ে আমার টিকা ক্রয় করেছিলাম তখন আমাদের সামনে খুব বেশি টাকা ছিল কিনা সেটাও একটা বড় রকমের প্রশ্ন| আর এখন বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ মানুষকেউ যদি টিকার আয়ত্তে আনতে হয় তাহলে কতটা দ্রুততার সাথে করতে হবে এবং কতটা দক্ষতার সাথে করতে হবে এটাও আমাদের বিবেচনায় মধ্যে রাখতে হবে| এবং এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে| কারণ আর আজকের পৃথিবীতে আপনি অন্য কি করলেন আপনার একেবারে কথার শুরুতেই অনেক উন্নত রাষ্ট্র তারা স্বাভাবিক অবস্থার দিকে গিয়েছে, আবার কিছু দেশ যাওয়ার পরেও তারা আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়েছে| অস্ট্রেলিয়া সিডনির আজকে যে সকালে সংবাদ শুনলাম সেখানে আবার তারা লকডাউনএর পরিস্থিতিতে গিয়েছে| তো এইযে কোভিড নাইন্টিনর আজকে যে ভয়ংকরতা সেই ভয়ংকরতা আমাদেরকেও উপলব্ধি করতে হবে| আরেকটা বিষয় শেষ মুহূর্তে এই পর্যায়ে বলে রাখি, আমাদের নগর পরিকল্পনাবিদ কিংবা রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার সাথে যেটা যুক্ত বা সরকার পরিচালনার সাথে যেটা যুক্ত তাদেরকে ভাবতে হবে এই মহানগর, এই মহানগরের কত ভাসমান মানুষ বসবাস করে, জীবিকার প্রয়োজনে অল্প কয়েক দিনের ম.. জন্য তারা আসেন আবার তারা চলে যান| এজন্য এই দুইদিন তিনদিন পাঁচদিন সাতদিন এর লকডাউনই যখন হয় কিংবা বন্ধ হয়,কত মানুষ ঢাকা ছেড়ে চলে যায়| এই তথ্যগুলো কিন্তু আমরা উদঘাটন করবার চেষ্টা করি নাই| কেন তারা আসছে এবং জীবিকার প্রয়োজনেই আসছে| কেন এই কারণে বললাম যে গ্রামের অবকাঠামো করবার জন্যে কিংবা অর্থনীতি যে বিস্তার করার জন্যে যেই উদ্যোগগুলো ছিল সেই উদ্যোগগুলো কি খুব বেশি কাজে লাগছে কিনা কিংবা মানুষ সেখানে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত

করছে কিনা,ঢাকায় সকলে হাসছে কেন| আমার গ্রাম হবে আমার শহর| এইযে নির্বাচন বিস্তারে বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছিল, সেই ঘোষণা কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে, কেন যাচ্ছেন,কেন আসছেন, অনেক জটিল প্রশ্ন| আমি অনেক সময় একটু অবাকই হই যে ফেরিঘাটে হঠাৎ করে উপচেপড়া ভিড় কেন হয় এবং তারা কোন কাজের জন্য ঢাকায় এসেছিল, ঢাকাতে কত মানুষ তাদের জীবিকার প্রয়োজনে আসে এবং তার আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থাকে কিংবা মেসে থাকে এবং সেখানে যখনই এরকম বিধি নিষেধ আমল হয়, তখন যখন রান্নাবান্নার পরিস্থিতি বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা কোনরকম বন্ধের জায়গা তৈরি হয়,তখন তারা যেতে বাধ্য হয় কেন| অনেকগুলো প্রশ্ন যেহেতু আমাদের করোনা কালীন সময় আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে| আমি জানিনা আমি ঠিকমতো বললাম কিনা|

জিল্লুর রহমানঃ জি শুনবো কথা আরও আপনার কাছ থেকে| ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুর একজন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে যে পরিস্থিতির মাঝে আজকে বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে একটি আপনি কিভাবে চিত্রায়িত করবেন, কতটা ভয়ঙ্কর যেমনটা সুভাষ সিংহ রায় বলছেন, কতটা আশার জায়গা আছে এখানটাতে? সব মিলিয়ে তা আপনার কাছে শুনতে চাই| ডা.সবুর...

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ ধন্যবাদ আপনাকে.. ডঃ সুভাষ তো বললেনই..আমি তার সাথে যেটা যোগ করতে চাচ্ছি যে দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে পরিস্থিতি খুব বেশি আশা ব্যঞ্জক না বরংচ পরিস্থিতি একটা দুর্যোগের আভাস দিচ্ছে| এরকম একটা পরিস্থিতি যে হতে পারেসেটা আমরা ভারতের দুর্দশা দেখে আগেই ধারণা করেছিলাম, এবং আমাদেরও যে এমন একটি অবস্থা হতে পারে সেটি কিন্তু বারবার বলা হয়েছিল যখন আমরা ঈদের সময় লোকজনের যাতায়াত আটকাতে পারলাম না| এখন সমস্যা যেটা হচ্ছে যে সব সময় তো বিজ্ঞান আপনার ব্যবস্থাপনাকে পরিচালিত করছে না| ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে অনেক সূক্ষ্ম হিসাবনীতিতে| দেখেন এই যে সোমবার থেকে লকডাউন না করে বৃহস্পতিবার থেকে লকডাউন করা, দুইটোন ফায়দা পার করিয়ে দেওয়ার জন্য| কিন্তু এই তিন চার দিন যে মৃত্যু হল এক্সট্রা মৃত্যু|এই তিন চার দিনে যে এক্সট্রা ইনফেকশন সংক্রামন বেড়ে গেল, এর দায় দায়িত্ব কে নেবে| কিন্তু যারা এই নীতিনির্ধারক তারা মনে করেছেন যে তাদের এই দুই মাসের ভেতর খরচ টরচ বিল টিল উঠানে এগুলোই হচ্ছে জরুরী প্রয়োজন| ফলে সিদ্ধান্তগুলো যেটি হচ্ছে সেটি কিন্তু সবকিছু বিজ্ঞানসম্মত হচ্ছে না এবং যে কারণে বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ার কারণে ভোগান্তি গুলা হচ্ছে| এখন যেটা ব্যাপার এইযে পৃথিবীতেও বিভিন্ন দেশে শহরের পর শহর লকডাউন করা হচ্ছে| আমাদেরও বেশ লকডাউন...গল্পটা যদি মনে করি সেই রবীন্দ্রনাথের জুতা আবিষ্কার এর মত| সারা পৃথিবী কি চামড়া দিয়ে ঢাকবেন, না যে পা টা চামড়া দিয়ে ঢাকবেন| বিজ্ঞান কিন্তু প্রথমেই আমাদের কে বলেছিল যে দেশ সংক্রামিত হচ্ছে তাকে তুমি চিহ্নিত করে তাকে আলাদা করে ফেলো| এবং তার সংস্পর্শে যারা আসছে তাদের চিহ্নিত করে সরিয়ে ফেলো|তাহলে কিন্তু আপনার এই পুরা দেশের লকডাউনের গল্প কিন্তু হতো না| আমরা সেই কাজটি করতে পারিনি| এখন এই শুরু থেকেই আমরা করতে পারিনি, প্রথম সফলতা আমাদের সেই চায়না থেকে আমরা যেই শিক্ষার্থী নিয়ে আসলাম,আশুলিয়া হজ ক্যাম্পে রেখে দিলাম সেই হচ্ছে আমাদের প্রথম সফলতার গল্প| তারপর সফলতার গল্প হচ্ছে শিবচরের যে লকডাউন আমরা করলাম সেটিও আর একটা সফলতার গল্প, টোলারবাগএ যেটা করলাম সেটাও একটা সফলতার গল্প| আমাদের সফলতার গল্প কিন্তু আমাদের কাছেই আছে আমরা কিন্তু টোলারবাগএর সময় পুরো মির পুরো লকডাউন করি নাই| শিবচরের সময় কিন্তু পুরো মাদারীপুর লকডাউন করা হয়নি|

আমরা স্থানীয় পর্যায়ে করে কিন্তু আমরা সুফলটা পেয়েছি| স্থানীয় পর্যায়ের ছোট লকডাউনের একটা সুবিধা হচ্ছে যে এইযে,যে এইযে প্রসঙ্গ গুলো আসছে খেটে খাওয়া মানুষ, দিন আনে দিন খায় যে মানুষ গুলা,তাদের জীবিকার যে ব্যাপারটা এটা মাথায় রেখে কিন্তু ছোট লকডাউন গুলা কিন্তু সংক্রমণের শৃংখলও আটকে দিতে পারে আবার এটা কেও করতে পারে কিন্তু সিটি ইনফোর্স করতে গেলে যেরকম ইনটেনসিভ ফোর্স লাগবে মানে জনবল লাগবে সেটি হয়তো আমরা পেরে উঠতে পারিনি| কিন্তু সেটা না পেরে উঠতে পারার কারণ ছিলনা| পুরাটাই যদি পরিকল্পিতভাবে আমরা আগাতে পারতাম আপনি খেয়াল করে দেখেন, আমার একটা ব্যাপারআছে যে আমাদের এখানে স্থানীয় সরকারের যে ব্যাপার এটি কিন্তু একবারে একবারে ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত একটা ওয়ার্ডএও আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 23 জন জনপ্রতিনিধি| আপনি আমি যদি রাজনৈতিক নোবেল দেখি রাজনৈতিক দল আছে তার কিন্তু তৃণমূল পর্যায় কর্মীবাহিনী আছে শুধু নিজের না, সহযোগী সংগঠনের কর্মী বাহিনী|আমরা যদি সবাইকে নিয়ে কাজে নামতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমরা স্থানীয় পর্যায়ে জিনিসগুলো আটকে দিতে পারতাম| স্থানীয় পর্যায়ে জিনিস গুলা এখন যেমন একটু খেয়াল করে দেখেন,যখন ঢাকার বাইরে সংক্রমণ বেড়ে গেল তখন ঢাকা কে রক্ষা কর| এখন গল্পটা দু'রকম হতে পারতো স্থানীয় পর্যায়ে সংক্রমণকে আটকে রাখার চেষ্টা করি আমরা তাহলে ঢাকাতেও রক্ষা পাবো| না সেখানে আমরা ব্যর্থতা দেখিয়ে আমরা ঢাকাকে আটকানোর চেষ্টা করলাম, ঢাকার বাইরে সবকিছু| ফলে পরিকল্পনাতে ও যথেষ্ট ঘাঁটতি আর পরিকল্পনা বাস্তবায়নএ ও ঘাটতি যা আজকে আমাদের এই পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে|এবং যেটা সুভাষ বাবু বললেন যে ঠিক আছে আমরা যদিও সরকার বলছে যে সাত দিন দেখব, সাত দিন না হলে চৌদ্দ দিন দেখব| গল্প যেটা দাঁড়াবে সেটা হয়তো ঈদ পর্যন্ত,বিশ-একুশ তারিখ পর্যন্ত, এই যে সাত দিনের লকডাউন এর ফলাফল কি সেটা পেতে একটুক চৌদ্দ দিন অপেক্ষা করতে হবে,আমি তো সাথে সাথে ফলাফল পাইনা,আমি তো আজকে যে ফলাফল পাচ্ছি সেটি চৌদ্দ দিন আগেরকার ঘটনার ফলাফল|আজকে যে কাজটা করব তার ফলাফল পাব চৌদ্দ দিন পরে| তো স্ট্রংলি এই লকডাউন টি দীর্ঘায়িত| এবং লকডাউন যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই| আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন আবেদনগুলো যা দেখছি এ..."উত্তরবঙ্গের বাস ড্রাইভার এর আবেদন দেখছিলাম তিনি বলছিলেন, দেখেন আমিতো কাজ একটাই জানি স্ট্রেইন চললে চাকা ঘুরলে আমার সংসার চলবে,এখন আমার যদি টাকা ঘুরানো বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আমি কি করবো? আমি কি চুরি করবো? চামারী করবো না ডাকাতি করবো,সংসার তো চালাতে হবে"|এর আগেরবারের লকডাউনএ তিনি ত্রিশ হাজার টাকা দেনা হয়েছেন,সাত হাজার টাকা সবেমাত্র শোধ করেছেন,তেইশ হাজার টাকা তার মাথার উপরে সাথে সংসারের বোঝা ছয় জন মানুষের খাবারের দায়িত্ব তার কাঁধে| এখন এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা এই কাজটি করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা বিশাল সামাজিক পুঁজি রয়েছে| ঐতিহাসিকভাবে কিন্তু আমরা দেখেন পাড়াপড়শি জনগণের এটাও যদি আমরা করতে পারতাম.. যে ঠিক আছে এই যে বাস.. আমি একটি উদাহরণ দিয়ে বলছি এইযে ড্রাইভার কন্টাকটার বা পরিবহন শ্রমিক তাদের দায়িত্ব পরিবহন মালিকরা নিবে না কেন|পরিবহন সমিতিগুলো নিবেনা বলছে| আমাদের এই পরিবহন মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দতো আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দতে উত্তীর্ণ হয়েছেন|তারা তো সারা সময় সুযোগ সুবিধা তো কম নেননি| তাহলে এখন,ফলে এইভাবে জন্য তো আমরা সংক্রমনের শৃঙ্খলা ভাঙতে হবে, আবার জীবিকার ক্ষেত্রে যে বৈধতা দেখা দিচ্ছে,জীবিকার ক্ষেত্রে যেদুঃসহ অবস্থা দেখা দিচ্ছে সেটাকেও কিন্তু মাথায় দিতে হবে|সরকার একার সব প্রবলেম আমি তো বলছি না সরকার উদ্যোগ নেন, সরকারের সাথে সবাই সহযোগিতা

করেন|আমাদের যে দু হাজার ডলার এর উপর মাথাপিছু আয়,মধ্যম আয়ের দিকে যাচ্ছি, মানুষকে চৌদ্দ দিন পনের দিন এক মাস খাওয়াতে না পাড়ার সক্ষমতা আমাদের আছে মনে করার কোন কারণ নেই| আমাদের সক্ষমতা আছে,সেই সক্ষমতাটাকে এখন পরিকল্পিতভাবে যে ব্যবহার করতে হবে এবং ছোট ছোট উদ্যোগেই করতে হবে|এখন বিশাল ভাবে জাতীয়ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে তা না,ছোট ছোট উদ্যোগেই এটি কিন্তু করা সম্ভব|যার যার পারা পারা যার যার এলাকা,আপনার রাস্তার আশেপাশে, আপনারা তিনজন মিলে পাঁচ জন মিলে করেন এরকমভাবে যেটির নেতৃত্ব দুই দিক থেকেই আসতে পারে|আমাদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তারা নেতৃত্ব দিতে পারেন,অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা আছেন,শাসক দলের দায়িত্ব একটু বেশি যেহেতু তারা শাসনে আছেন,সবটা মিলিয়ে কিন্তু না করতে পারার কোন কারণ নেই| এবং আপনি খেয়াল করে দেখেন এবার কিন্তু একটি জিনিস ভালো করা হলো রিক্সাওয়ালা দেরকে ছাড় দেওয়া হল,গতবার কিন্তু সেই ছাড়টা দেওয়া হয়নি|এবার যে রিক্সাওয়ালা দেরকে ছাড় দেওয়া হল সেটা কিন্তু জীবিকার কথা মাথায় রেখে রিকশাওয়ালাদের কিন্তু ছাড় দেওয়া হচ্ছে|সুতরাং সরকার একেবারেই জীবিকার কথা ভাবছেন না তা কিন্তু মনে করার কারণ নাই|কিন্তু কথা হচ্ছে যে,আরেকটু সুন্দরভাবে আরেকটু সুচিন্তিতভাবে তার কারণ আমাদেরকে জীবন ও বাঁচাতে হবে আবার জীবন বাঁচাতে গিয়ে জীবিকাকে একেবারে হেলাফেলা না হবে তা হতো না জীবিকার টাও ঠিক করতে হবে| এবং সেভাবে কিন্তু একটা সমন্বিত একটা দুর্যোগকালীন ব্যাপার| দুর্যোগের সময় তো সবাই সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকেনা সামাজিকভাবেও তো আমরা এর আগে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি যখন বন্যা এসেছে অন্যকিছু এসেছে| তো এটাও সেরকম একটা দুর্যোগ,সামগ্রিকভাবে একটা উদ্যোগের ব্যাপার বোধের প্রয়োজন আছে| তা না হলে অবস্থা কিন্তু আমরা প্রথম দিনে যতই গ্রহণ করি না কেন এই গ্রেফতারের ই টা ভেঙ্গে পড়বে| কতজনকে গ্রেপ্তার করবে কতজনকে জেলে পূড়বে|তবে সবার ভিতর একটা সচেতনতা আসুক আমরা সবাই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করি এবং এই বিপদ থেকে উত্তোলনের চেষ্টা করি|

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার সুভাষ সিংহ রায় আপনার সঙ্গে ড.ক্টর সবুরের যে পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নের যে দুর্বলতা সেটি নিয়ে তেমন কোন মতপার্থক্যতা নেই| কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন ওনার কথার সূত্র ধরেই করতে চাই যেমনটা হচ্ছে যে,কেন আমাদের এই বড় বড় শিল্পপতিরা পরিবহন মালিকরা এই গার্মেন্টস মালিকরা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এক মাস দুই মাসের জন্য তাদের শ্রমিকদের কর্মচারীদের দায়িত্ব নিতে পারবেন না, কেন সরকার যারা এত উন্নয়নের কথা বলছেন, এত উন্নয়ন হচ্ছে, তারা এক মাস দুই মাস অসহায় দরিদ্র মানুষের দায়িত্ব নিতে পারবেন না| কেন, আমি জানিনা ডঃ সবুর কি বলবেন বা আপনি কি বলবেন,এই লকডাউন আমরা যাই দেখেছি লকডাউন,সাধারণ ছুটি, শাটডাউন যে নামে বলা হোক না কেন এগুলো সবই হয়েছে ঢিলেঢালা ভাবে|,যেভাবে হওয়া উচিত ছিল বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সেভাবে হয়নি|,এবারও যখন লকডাউন দেওয়া হলো ফ্যাক্টরিগুলো খোলা রাখা হয়েছে| ফ্যাক্টরি খুলে রাখা সঙ্গে আরো অনেক কিছু খুলে রাখতে হচ্ছে, সেটাকে আসলে কতটা কার্যকর লকডাউন হবে সেটা নিয়ে কিন্তু অনেকের মাঝে প্রশ্ন আছে এবং যাদের টা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তারা প্রশ্ন উল্টা করছে যে তাদেরটা কেন খোলা রাখা হচ্ছে|সো এখানে এক ধরনের অনেকদিন মনে করেন এক ধরনের ডিসক্রিমিনেশন ও আছে| সো আপনার কাছে এটি শুনতে চাই আসলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি হবে|

সুভাষ সিংহ রায়ঃ যথার্থই আপনি উল্লেখ করেছেন এবং ডক্টর সবুর যে কথা টি উল্লেখ করেছেন সেটা ও খুব গুরুত্বপূর্ণ| আপনি যে বাক্য দুইটা পরপর ব্যবহার করেছেন,সঠিক মূল্যায়নের কথা বলছেন আবার পরপরই বলছেন যে বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়েছে| আবার সেটি ও যদি আমি বিবেচনায় নিয়েএই কথাটা একটু বিস্তৃত করি আমাদের দেশে মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসার জায়গাটি,আমাদেরএই এই মাটিতে ঐতিহ্যগৌতন রয়েছিলসেটা কি একেবারে উবে গেছে| কিংবা যদি প্রশ্ন করি যে সেটার জায়গায় কোন সংকট দেখা গিয়েছে, কিংবা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতায় চলে গিয়েছে| বধবাদি অর্থনীতি কি তাকে একেবারে আত্মকেন্দ্রিক করেছে? এগুলো অনেকগুলো প্রশ্ন|কিন্তু সেই জায়গায় ব্যবস্থাপনা বা কি হচ্ছে? সমন্বিত ব্যবস্থাপনা যে খুব জরুরী এটা আমরা সবাই স্বীকার করছি| এখন সেই সম্বন্ধিত ব্যবস্থাপনায় আপনি যখন দেখবেন কাটার মতন যারা প্রমোদমি ভারতবর্ষের,তারা খুব দ্রুত মানুষের জন্য কিন্তু এই অনেক অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসছেন|এক ঘোষণায় তিনি 15 হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য সেবার জন্য| বলেছেন যদি প্রয়োজন হয় আমার যত সম্পত্তি আছে সব বিক্রি করেও আমি জনগনের সেবায় আসবো| ভপেনের লিখা সে বিখ্যাত গান " মানুষ মানুষের জন্য এবং মানুষ মানুষের জন্যে একটু সহানুভূতি কি মানুষকে দিতে পারি কিনা" এই বক্তটুকু কথা কিন্তু সবুর বলেছেন| সেটা আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে ছিলগ্রাম গঞ্জে ছিল|

জিল্লুর রহমানঃ কেন সেই সহানুভূতি শ্রদ্ধা সম্মান জানানোর যে বাংলাদেশ থেকে উঠে গেল দায় টা কার উপরে পড়বে?

সুভাষ সিংহ রায়: সেটাও আমি উঠে গেছে একেবারে বলবো না আমি| আমি সেই কথাটি বলছি, অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে|বাংলাদেশে তিরিশ হাজার জনপ্রতিনিধি আছে| তিরিশ হাজার জনপ্রতিনিধি..

জিল্লুর রহমানঃ এই প্রশ্নটি আমি আপনাকে জাস্ট করতে চেয়েছিলাম, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, এই যে জনপ্রতিনিধিদের কথাটি ডক্টর সবুর বললেন আমরা সংসদীদের ক্লাইমেটি নিয়ে বিতর্ক, সিনিয়র কয়েকজন সংসদ সদস্য তারা বলছিলেন যে জনপ্রতিনিধিদের তো আসলে এই প্রক্রিয়া রাখা হয়নি,রাখা হয়েছে ব্যুরোক্রেসি কে,ব্যুরোক্রেসি দের| যদিও একজন তরুণ, তরুণ বলবোনা আমি মানে.. মধ্যবয়সি সংসদ সদস্য, তিনি আবার উল্টো অবস্থান নিয়েছেন সেটি অবশ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবেই তিনি নিয়েছেন হয়তো| এটি নিয়ে বিতর্ক আমরা সংসদেও দেখেছি যে এখন সচিবরা আসলে দেখছেন পুরো বিষয়টা তদারকি করছেন, জনপ্রতিনিধিরা না| আবার সেটিকে আবার অনেকে বলেন যে জনপ্রতিনিধিরা থাকলে তো জনপ্রতিনিধিরা করবেন| তারাতো আসলে জনপ্রতিনিধি না, সেটি আবার অনেকে...কোন কোন নিন্দুক বলেন..

সুভাষ সিংহ রায়ঃ আপনি... এই অংশ আপনাদের যে প্রশ্নবোধক যে বাক্যগুলো বাক্য গুলোর সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি আমি না| কিন্তু আমার যেই ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ নানান পেশার মানুষ কিন্তু একত্রিত থাকবে বলে বা রাষ্ট্রী ব্যবস্থাপনায় এটা খুব জরুরী| আপনি আমলাতন্ত্রকে বাদ দিয়ে..

জিল্লুর রহমানঃ দেখুন বাদ দিতে বলছেন না,নেতৃত্বে কে থাকবেন দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট|

সুভাষ সিংহ রায়ঃ না না আমি বাদ দিয়ে কিংবা অসম্মান করে এবং এই বিতর্ক সামনে উস্কে দিয়ে আমি কতটুকু লাভবান হব আমি বলতে পারব না| কিন্তু বাস্তবতা এই, যে জনমানুষের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের জায়গা তৈরি হয়েছে| এখন আমি যদি প্রশ্ন করি যদি ও অন্য প্রসঙ্গ চলে আসলো এখানে, আমি যদি প্রশ্ন করি যারা জনপ্রতিনিধি তাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্বটা ঠিকমত পালন করছে কিনা এবং ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থাপনা গত 480 দিনের হয়েছে সেখানে কিন্তু আমলারা কিন্তু ত্রাণ বিতরণ করেন নি এবং তার চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার রা চেয়ারম্যানরা এবং উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যানরা তারাই কিন্তু দায়িত্বটা পালন করেছেন| এখন একজনকে রাজনৈতিক সরকার যদি কোন জেলায় দায়িত্ব কর্তব্য দেয় নিকিংবা তাদের দায়িত্ব দেখভালও.. দেখভাল করবার জন্য সেটা কিন্তু আমি দোষের দেখিনা| কিন্তু সেইটার সমন্বিতভাবে হচ্ছে কিনা, একে অপরকে সম্মান দিয়ে করছে কিনা, একে অপরকে এ দুর্যোগকালীন সময়ে একত্র হয়ে করতে পারছেন কিনা সেটি দেখবার বিষয়| আমি সত্যি আপনার সাথে একমত যে বলি, যে এই যে ডাক্তারের সাথে ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে পুলিশের কর্মকর্তাদের এইযে দ্বন্দ্বের জায়গা আমার তো কষ্ট দিবালোকে এলিফ্যান্ট রোডে দেখেছি সেই জায়গাগুলো একেবারেই কাঙ্ক্ষিত না| আর এই যে আমরা জানি যে কোনএই কোভিড19, এই যে মহামারীর সময় আমাদের কিন্তু শারীরিকভাবে মানসিকভাবে অনেকগুলো দুর্বলতার জায়গা কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে| আপনি বিজ্ঞান যদি বলেন সব বিজ্ঞানের কথাই বলছিলাম এই পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার আমার মনে হয় অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা দিয়েছে যে কারণে একে অপরের ব্যাপারটাকে সম্মান দিয়ে কথা বলছেন না কিংবা সম্মান দিচ্ছেন না| এই দেখাদেয় কিন্তু একে অপরের একের দায়িত্ব অন্যের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন| আপনার টেবিলে এই উদাহরণ বহুবার দিয়েছে যে আড়াই হাজার বছর আগে সেই চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এবং তার শিষ্যরাই জিজ্ঞেস করেছিল যে, গুরুদেব সুশাসন বলতে কি বুঝায়|আমি খুব দ্রুত উত্তর দিয়েছিলেন যে রাজার কাজ রাজা মন্ত্রীর কাজ মন্ত্রী প্রজার কাজ প্রজা, একজনের কাজ যদি আরেকজন করতে যায়সেখানে পদ্ধতিগত জটিলতা হয় সেখানে সুশাসন বলে কিছু থাকেনা| আমাদের এই সংকট কালীন সময়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, এখন আমরা এখন আগামী দিনের চ্যালেঞ্জটা কিভাবে মোকাবেলা করবো, এখন আমরা কি সচিবদেরকে দোষ দিবো, আমরা কি ডাক্তারদের দোষ দিবো, আমরা কি প্রশাসনের কর্মকর্তা যারা কাজ করছেন কেননা এই চিকিৎসকরা গত এই 480 দিনে প্রায় একশো ষাট জনের মতো চিকিৎসকরা জীবন দিয়েছেন এবং জীবন আত্ম উৎসর্গ করেছেন, অনেক আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী সংস্থারা প্রায় 140 জন তারা জীবন দিয়েছেন, লাশ জীবন দিয়েছেন| একমাত্র পরিস্থিতিতে আমাদের যে সমন্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার যে বিষয়টি আমি বারবার উল্লেখ করছি সেটা আমরা ঠিকমতো করতে পারছে কিনা এবং আমাদের যে সংক্রমণ রোধ করার যে পদ্ধতি সেই জায়গায় সব যাতে আমরা ঠিক মত কাজ করেছি, না আমরা শুধুমাত্র কি ঢাকা শহরকে দেখেছি চট্টগ্রাম শহর নিয়ে চিন্তা করেছি,গাজীপুর কে নিয়ে চিন্তা করেছি, নারায়ণগঞ্জ কে নিয়ে চিন্তা করেছি,না সমগ্র বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করেছি| আমরা যখন বাজেট তৈরি করেছি স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ যেটাই হোক না কেন সেটা নিয়ে তো তখন তো অনেকে অনেক কথা বলবেন আমারও হয়তো বক্তব্য থাকবে কিন্তু যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেই টাকার ক্ষেত্রে আপনি প্রাথমিক যে চিকিৎসা সেটা আপনার প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি আপনি যে তিন ভাগে ভাগ করেন আপনার প্রাইমারিতে বেশি প্রয়োজন| সেখানে বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের 25 শতাংশ ব্যয় হয় আপনার প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে| এটা যথাযথ নয় বলে আমরা একজন পেশাজীবী ফার্মাসিস্ট হিসেবে মনে করি| অনেকগুলো পরিকল্পনার ব্যাপারে

ডা.সবুর যেটা উল্লেখ করেছিল সেইটা আমরা করতে পারছে কিনা,আমরা সেই জীবনবাদ গুলো আমাদের জরুরী হয়ে পরে দেখা দিয়েছে| আমরা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ টা কি, আমাদের টিকার যেই দান কর্মসূচী এটা ছেদ পড়েছে, কিন্তু এখন আমার দৃঢ়ভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে 45 লক্ষ যে টিকা এসেছে এইযে টিকা সেই টিকা আমরা কতটা দক্ষতার সাথে দ্রুত দিতে পারব, আরো টিকা আসার যে প্রক্রিয়ায় রয়েছে সেটা আমরা সমন্বিতভাবে করতে পারব কিনা| আর নয় তো প্রচুর টিকা হঠাৎ করে এসে গেলেই প্রচুর টিকা আসলো, টিকার প্রক্রিয়াটি একটু বেশ জটিল, কারন এর সংরক্ষণ বিতরণ এটাও কিন্তু একটা জটিল ব্যবস্থাপনা| এবং আপনি জানেন যে প্রত্যেকটি ভ্যাকসিনের একটা সেল্ফ প্রাইম আছে, এবং যে কোন ভ্যাকসিনের সেল্ফ প্রাইম সর্বোচ্চ সিক্স মান্থ | এটাও মাথায় রেখে আমি হঠাৎ করে অনেক টিকা পেয়ে যদি যাইও সেই টিকা আমরা ঠিক মত মানুষকে প্রয়োগ করতে পারবো কিনা সেই চ্যালেঞ্জটা ও আমাদের নিতে হবে| যে জন্য আমাদের অনেকগুলো ভাবনা-চিন্তার জায়গায় একত্রিত হয়ে এই কাজ করতে হবে| এটা খুব জরুরী|

জিল্লুর রহমানঃ জি.. ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুর আমরা প্রশ্ন রেখেছিলাম যে এই যে লকডাউন যেটা এটাকেও কি ঢিলেঢালা বলবার কোন সুযোগ আছে কিনা কেননা কালকে কেউকে লকডাউনের মধ্যে ফ্যাক্টরি খুলে রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং মিস্টার সুভাষ সিংহ রায় সেইসঙ্গে বাজেটের অর্থ বরাদ্দের প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করছিলেন সো এটি নিয়ে আপনার কাছে শুনতে চাই সেটি বা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলে মনে হয় আপনার কাছে|

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ এখন লকডাউন কতটা কঠোরভাবে প্রতিপালন করা যাবে বা সম্ভব সেটি আমাদেরকে বাস্তবেপেক্ষা আমাদের একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ|

জিল্লুর রহমানঃ আমি যেটি বুঝাতে চাইছিলাম যে ফ্যাক্টরি গুলোর খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশেষ করে তৈরি পোশাকের …

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ আমি সেটা বলি যে এবং ফ্যাক্টরি যে খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেখানে কিন্তু বৈপরীত্য |মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে শিল্প কারখানা খোলা থাকবে এবং তারা নিজ ব্যবস্থাপনার শ্রমিক আনা-নেয়া করবে|কিন্তু আজকে সকালেই আমিদুই-একটা মিডিয়াতে দেখছিলাম যে শাহবাগ থেকে তাদের রিপোর্টার জানাচ্ছিলেন যে গার্মেন্টসের কর্মকর্তারা যেই গাড়িতে করে গার্মেন্টসে যাচ্ছিলেন সে গাড়ি আটকে দেওয়া হচ্ছে| তাদেরকে বলা হয়েছে না আপনারা এই সাতদিন গার্মেন্টসের রেসিডেন্সিয়াল হিসেবে থেকে কাজ করবেন গার্মেন্টস খোলা রাখা যাবে| এখন অভিয়াসলি আমাদের কোন গার্মেন্টসের সমস্ত শ্রমিক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে রেসিডেন্সিয়াল হিসেবে সাতদিন রাখার সক্ষমতা তো নেই| তাহলে এই যে বৈপরীত্য এই জায়গাটাতে কিন্তু এবং এর আগে আমি কোন একটা পত্রিকাতে দেখেছিলামছিল সেখানে বলা হয়েছিল ব্যক্তিগত গাড়ি দিয়ে গার্মেন্টসের কর্মকর্তারা তাদের বা অফিসাররা যেতে পারবেন না,তাদেরকে রিকশায় যেতে হবে| এবং রিক্সায় কতদূর যাওয়া যাবে,ঢাকা থেকে কি টঙ্গীতে যাওয়া যাবে|এই কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে তারপরও যে বড় পথের সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু কিছু কার্যক্রম খোলা রেখেছি এবং সে কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যাতায়াতের ব্যাপার আছে,ব্যাংক কিন্তু খোলা থাকবে,এবং সোমবার থেকে ব্যাংক খোলা থাকবে সীমিত আকারে হলে পরে অর্ধেক কর্মী নিয়ে খুলবো| তো এই অর্ধেক কর্মী টা আসবে কিভাবে|তো এই সমস্ত ব্যাপার আছে ফলে ঘটনা যেটা

ঘটবে সেটা হচ্ছে যে একেবারে লকডাউন টা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে না| কিছুটা শিথিলতা হবে এটা স্বাভাবিক| আমি যে প্রসঙ্গ টুকু বলতে চাচ্ছিলাম খেয়াল করে দেখেন আজকে প্রথম দিনে আমরা দেখছি প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন বিজিবি সেনাবাহিনী এই চারজন সবার কিন্তু একটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা সেটা হলো রাস্তাতে যেন অবাঞ্ছিত লোকজন চলাফেরা করতে না পারে| সবাই কিন্তু রাস্তায় শৃঙ্খলা আনার দিকে নজর দিয়েছে| আমরা জিনিসটা কি একটু ঘুরিয়ে করতে পারতাম না|আমরা কেউ কে দায়িত্ব দিতাম যে রাস্তায় অবাঞ্ছিত লোকজন না আসে,আপনি খেয়াল করে দেখেন যেখানে দশটার রেব দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে পাঁচটা পুলিশ,তার পাশের সাতটা সেনাবাহিনী এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকার তো কোন দরকার ছিল না| তাহলে কাউকে কাউকে কি এই দায়িত্ব দেওয়া যেত না? যে তাহলে আপনারা..বলে দেওয়া যেত যে সেনাবাহিনী বা বিজিবি বা অন্য কেউ আপনার একটা কিছু অপারেট করবে যাকে যেখানে জানালে পরে খাবার পাওয়া যাবে| অথবা তারাই একটু খোঁজখবর নিয়ে বস্তিতে গিয়ে বা নিম্নআয়ের ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে তারা খাবার বিতরণ টা করুক| দৃশ্যমান যদি একটা জিনিস দেখতাম যে ভাত দেবার যিনি ভাতও দিচ্ছেন আবার কিল দেওয়ার সময় কিলও দিচ্ছেন| তাহলে কিন্তু ঘটনাটা অন্যরকম হতো এখন যেটা হচ্ছে যে কিলও মারছেন কিন্তু ভাত দেবার জন্য কেউ নেই| সবাইকে নিয়ে এককাজ করার তো দরকার নেই| আমরাতো কাজগুলো ভাগ করে নিতে পারি এবং কাজগুলো ভাগ করে নিলে মানুষ তখন বুঝবে যে সে বাইরে না বেরোলেও তার খাবার বা তার পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা কেউ একজন করছে| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেরকম ত্রাণ তহবিলের চেক গ্রহণ করেন ওরকম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিস বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কেউ বা সিটি মেয়র কয়েকজন দায়িত্ব নিক যে আপনারা আমার এখানে রান্না করা খাবার পৌঁছে দিয়ে যাবেন, আমরা আমাদের কর্মী বাহিনী দিয়ে সেগুলো বিতরণ করব বস্তিতে বস্তিতে| আমরা বন্যার সময় ঢাকা শহরে টিএসসিতে রুটি বানানো দেখি নাই! আমরা ওরাল স্যালাইন বানানোর দেখি নাই! আমাদের তো সেই ঐতিহ্যগুলো রয়েছে| তো আমরা এই দুর্যোগের সময় এই জায়গাটাতে এসে আটকে যাচ্ছি কেন| যদি আজকেই ঢাকার দুই মেয়র বলে আমার এই অফিসে আপনারা রান্না করা খাবার পৌঁছে দিয়ে যাবেন সেটা কি বিরানি হোক অথবা ডাল ভাত হোক, খিঁচুরি হোক অথবা আমার এই কর্মী বাহিনী এই খাবার সমস্ত বস্তি আপনি খাবার দিয়ে বোঝাই করে দিন| কতগুলো বস্তি আছে ঢাকা শহরে যে আপনি দুবেলা খাবার দিতে পারবেন না| প্রত্যেকদিন যদি দুই বেলা বস্তিতে খাবার দেওয়া শুরু করে বস্তিবাসী কোন আগ্রহ থাকবে বাইরে বেরোনোর| এটা কিন্তু মনে করার কোন কারণ নেই যে আমাদের এই যে যারা অল্প আয়ের মানুষ যারা একটু কম শিক্ষিত মানুষ তারা কম দায়িত্ববান তা মনে করার কোন কারণ নেই তারা বরংচ আমাদের মত শিক্ষিত চাইতে বেশী দায়িত্ববান এবং তারাই বেশি নীতিবান এটা বারবার কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে| তাদের জায়গাটাতে তাদের মতো করে দেখতে হবে এবং পুরা ব্যবস্থাপনা এই সাতদিনে কঠোর লকডাউন এ পুরা ব্যবস্থাপনা টাতেই সমগ্র বাহিনী এবং আমিতো এখন চারটে বাহিনীর কথা বললাম এর সাথে আপনার জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অবশ্যই কাজ ভাগ করে ফেলেন এবং সাতদিন ধরে যদি সমস্ত বস্তি উন্নয়ন মানুষের কাছে আমি সকালে একটা প্যাকেট দশটা এগারোটার দিকে আর সন্ধ্যার দিকে একটা প্যাকেট পৌঁছে দেই কে রাস্তায় আসবে বলেন| কার শহরের রাস্তায় এসে পুলিশের পিটানি খাবার ইচ্ছা হবে| তাহলে তো এবং এটি না করার কোন কারণ নেই। এটি কিন্তু ব্যবস্থাপনা ওই যে আবার এপিল করতে হবে। লোকজন দিয়ে যাবে সেটা আবার কিছু হয়তো নষ্ট হবে। আবার সেটা পৌঁছাতে হবে । ফলে একেবারে পেটের দায়ে ব্যাপারটা যদি আমরা সমাধান করে দেই এবং এই কাজটি যদি এবার আমরা দেখাতে পারি সাতদিন তাহলে কিন্তু আগামীবার আবার যদি লকডাউন আসে মানুষ

কিন্তু আর ঘর ছেড়ে বাইরে ঐ শিমুল ঘাটে ভিড় করবে না। তারা জানে যে ঢাকাতে থাকলেও খাবারের ব্যবস্থা একটা করবে ফলে আর আমাদের এখানে কিন্তু যে সমস্ত এই যে রেষ্টুরেন্ট খোলা রাখা হয়েছে বলা হচ্ছে যে খাবার নিয়ে যাবে অথবা অনলাইনে খান। ঢাকা শহরে কিন্তু প্রচুর মানুষ আছে যারা রেস্টুরেন্ট এর উপর নির্ভরশীল এটি আমাদেরকে এবং এই নির্ভরশীলতা উচ্চবিত্তের ভিতরেও যেরকম রয়েছে নিম্নবিত্তের ভেতরেও যেরকম আছে এবং মধ্যবিত্তর ভেতরেও সেরকম আছে। এখন তাহলে রেস্তোরা টা খুলে রাখা রেস্তরায় যেয়ে খাবারটা আনবে কে? আমি খাবার আনতে যাচ্ছি বললে কি পুলিশ আমাকে ছেড়ে দেবে? ফলে এই যে সামগ্রিকভাবে চিন্তাচেতনা না করে আর আরেকটা জিনিস আপনাকে এখানে বলে রাখি আমরা বারবার কিন্তু আবার ভ্যাকসিনের দিকে তাকাচ্ছি। অ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওইদিন সংসদে বলে দিলেন যে আমার কোটি কোটি ভ্যাকসিন চলে আসবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন যে সামনের বছরের প্রথম ভাগের ভেতরেই আমি দশ কোটি লোককে ভ্যাকসিন দিয়ে দিব। একটা কথা মনে রাখতে হবে ভ্যাকসিন কিন্তু সব সমাধান দিচ্ছে না ।এই ভ্যাকসিন কতটা কার্যকারিতার তা কিন্তু এখনো প্রমাণিত না । সারা পৃথিবীতে যত ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে সবটাই কিন্তু পরীক্ষামুলকভাবে ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে । ভ্যাকসিন এর উপর ভরসা করে আমাদের জন্য অস্ত্রগুলো স্বাস্থ্য বিধি মানা, মাস্ক ব্যবহার করা, দূরত্ব মেইনটেইন করা, হাত ধোয়া এইযে অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি সেগুলাতে যেন আমরা অবহেলা না করি। সব অস্ত্র একসাথে ব্যবহার করলেই যুদ্ধ জয় করা যায়। যুদ্ধে জয়ের জন্য একটি অস্ত্র ব্যবহার করা আবারো সেই ভুল হবে। সুতরাং আমরা ভাক্সিনের চেষ্টা করব ভ্যাকসিন দেয়ার চেষ্টা করব এতে তার সাথে সাথে এই যে দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরা এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু টেলিভিশনেও অনেক কিছু প্রোগ্রাম আমরা দেখছি যেখানে আমাদের উচ্চ অ্যা একেবারে অ্যা কি বলে যাদেরকে মানুষ ফলো করবে সে সমস্ত নেতৃত্তের কয়দিন আগে সেনাবাহিনী প্রধান অ্যা বিমান বাহিনী প্রধান দের ব্যাচ পরিবর্তন হলো এবং সেখানে মাস্ক কারা পরেছিলেন আর কারা মাস্ক পরা বিহিনভাবে ছিলেন টেলিভিশনে কিন্তু আমরা দেখেছি । এই জিনিসগুলো কিন্তু মানুষকে এফেক্ট করে এই জিনিসগুলো কিন্তু মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করে। আমাদের সবাইকেই কিন্তু যারা নেতৃত্বে আছেন মিডিয়ার থ্রু দিয়ে যারা যাচ্ছেন তাদেরকে কিন্তু খুব সুচিন্তিতভাবে প্রত্যেকটা স্টেপ নিতে হবে। যাতে ভুল মেসেজ টা না যায় মানুষের কাছে। আমরা কিন্তু এবং মাস্ক ই ভ্যাকসিন। আমাদের স্বাস্থ্যবিধি আমাদের সুরক্ষা। এর সাথে ভ্যাকসিন এসে আরেকটু সুরক্ষা দেবে। ভ্যাকসিন এর উপর সম্পূর্ণ ভরসা এবং যেভাবে বলা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন আসলে ৪০% মানুষকে ভ্যাকসিন দিলে সব সমস্যার সমাধান হবে। সব সমস্যার সমাধান কিন্তু হবে না

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু সেটাও কি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে কিনা বা দিতে পারছে কিনা কারণ শুরুটা যেভাবে হয়েছিল সেই ধারাটা তো ধরে রাখা যায়নি

ডা মুহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ এবং এখন আরো আরো ব্যবস্থাপনার যে ঝামেলা গুলা তৈরি হবে আপনি খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু চার পাঁচ ধরনের ভ্যাকসিন নিয়ে একসাথে হ্যান্ডেল করছি । আগে শুধু আমাদের আমাদের ভ্যাকসিন দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ঈর্ষণীয় সক্ষমতা রয়েছে বিভিন্ন দেশের চাইতে আমাদের সক্ষমতা কিন্তু অনেক ভালো । যেটা এই আমাদের ইপিআই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি। ইপিআই প্রোগ্রামের ভ্যাকসিন একরকম ছিল আস্ট্রজেনিক এর ভ্যাকসিন আরেক রকম। আমরা আমাদের কর্মী বাহিনী কে প্রশিক্ষিত করে আস্ট্রজেনিক এর ভ্যাকসিন দেয়ার জন্য রেডি করলাম । এখন আমাদের চলে আসছে

ফাইজারের ভ্যাকসিন দিতে হবে ,মডার্নের ভ্যাকসিন দিতে হবে, সিনো ফার্মের ভ্যাকসিন দিতে হবে। এইযে মানে বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন এই বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিনের ব্যবস্থাপনা একসাথে করতে পারা এটি কিন্তু খুব সহজে হবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অ্যা নিউজ টিউজ আমরা দেখছি অ্যা একটা ফাইলে দশটা ডোজ আছে একজন কর্মী পুরা ফাইলটাই দিয়ে দিয়েছেন একজনকে। তার খেয়ালই নাই এটা একটা ডোজ না দশ টা ডোজ। আমাদের দেশে না অন্য কোন দেশে। ফলে অ্যা এই যে বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন আসাটা কিন্তু ভালোর চাইতে খারাপের দিকে টার্ন নিতে পারে যদি ঠিকমতো ব্যবস্থাপনা আমরা করতে না পারি। সংরক্ষণের ব্যাপার আছে সরবরাহের ব্যাপার আছে আর একচুয়ালি পুশ করার ব্যাপার আছে ।ঠিক আছে এখন প্রথম ডোজ সে কোন ভ্যাকসিন এর নিয়েছিল দ্বিতীয় ডোজ সে কোন ভ্যাকসিন এর নিতে আসছে এইযে সুচারুভাবে ব্যবস্থাপনা এটা কিন্তু খুব বেশি সহজসাধ্য হবে না আর আমরা যে কাজটা করেছি সেটা কিন্তু আমরা এই যে আমরা বলছি যে পহেলা জুলাই থেকে গণ টিকাদান কথাটা কিন্তু গণ টিকা নামেই আমরা মিডিয়াতেও দেখছি সবাই বলছে কিন্তু আসলে কিন্তু বলা হচ্ছে যে সিনোফারমের টিকা কারা পাবেন । ফাইজার এর টিকা কারা পাবেন। সে সমস্ত অ্যা অগ্রাধিকারপ্রাপ্তদের তালিকা করা আছে তারা পাবেন তাহলে কিন্তু এটা জনগণের হলোনা গণ হলোনা ।এইযে কথাবাত্রা বলার ভেতরে আমাদের যে একটু হিসাব যদি না করি আমরা তাহলে কিন্তু ভুল মেসেজ যাবে। এবং এখনো আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে এই বিপদ থেকে আমরা এর চাইতেও বড় বড় বিপদ অতিক্রম করে এসছি। মুক্তিযুদ্ধের মতো সময়ের যে বিপর্যস্ততা সেগুলো তো আমরা অতিক্রম করে এসছি। আমরা পারব না পারার কোন কারণ নেই। সবাই মিলেই আমরা পারব। দরকার হচ্ছে নেতৃত্তের এবং দরকার হচ্ছে সেই নেতৃত্তের সুস্থ ব্যবস্থা করা সবাই মিলে ইনশাল্লাহ আমরা এই দুর্যোগ থেকে উত্তেজিত হতে পারবো।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার সুভাষ সিংহ রায় যেটি ডক্টর সবুর বলছিলেন। যে ভ্যাকসিনেশন প্রবলেম বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে। আপনি এর আগে এই অনুষ্ঠানে বহুবার বলেছেন ভ্যাকসিন ডিপ্লোমেসির কথা। বাংলাদেশে কতটা পৃথিবীজুড়ে সুনাম কুড়িয়েছে এবং তার জন্য পুরস্কারও পেয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন যে অনেকেরই প্রশ্ন যে এত সুন্দর স্টার্ট করে শেষ পর্যন্ত লেজে দৌড়ে অবস্থাটা তৈরি হলো কেন? নানান জন নানান ভাবে ব্যাখ্যা করছে আমি একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই স্বাভাবিকভাবে।

সুভাষ সিংহ রায়ঃ আমি আপনাকে যে একটি তথ্য দেব এটা অনুযায়ী আমি ধন্যবাদ জানাই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডক্টর সবুরকে। তিনি যথার্থই ব্যাখ্যাটি করেছেন। এবং আমাদের শবদেহের জনের ক্ষেত্রেও অনেক সতর্ক থাকতে হবে। সেই ব্যাপারে উনি সতর্ক করেছেন। এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। আপনি দেখেন ইরান কিন্তু আন্তর্জাতিক সমস্ত রকম বাধা মধ্য দিয়ে সে যেমন কাজ করছে তখন তারা নিজেদের টিকা নিজেরা আবিষ্কার করেছে। যেটাকে কোভিড আল বাকাত বলছে তাদের টিকার নাম। টিউমার এই সুনাম বহু আগে থেকে ব্রিটিশরা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায়। এবং ওষুধ শিল্পেও তাদের কিন্তু বেশ দক্ষতা আছে। তারা পাঁচটি টিকা ইতিমধ্যে তারা আবিষ্কার করেছে। তাদের টিকার নাম দিয়েছে আবদায়ালা। তা এই যে আমরা যে টিকা নিয়ে যখন এই গত দেড় বছর যাবৎ অনেক আলোচনা হয়েছে। এই যে ডক্টর খবর যে কথাটি বললেন, আমাদের এখন এক সময় শুধু কবিশিল্ড নিয়েই চিন্তা ভাবনা ছিলো। এবং কবিশিল্ডের টিকার যে পুশ করার যে পদ্ধতি সেটা আমাদের নার্সরা কিন্তু দক্ষতার সাথে এটা কিন্তু করেছে।

একটিও অভিযোগ গণমাধ্যমে আসে নাই। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ফাইজার বায়োটেকের টিকা ফোয়িংকরতে যেয়ে নানান রকম ঘটনার জন্ম হয়েছে। এটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এসেছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সহ এবং লোকসভা সদস্য তিনি বিশিষ্ট অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী সে বাধ্য হয়েছে ভুয়া টিকা নিতে। এবং তাদের সিটি কর্পো কোন একটি সিটি কর্পোরেশনের আয়োজনে ক্যাম্পে সে তার এই টিকাটি তিনি নিয়েছিলেন। তা এই যে জটিলতা জায়গাটি কিন্তু যদি আমরা ব্যবস্থাপনা ঠিকমতো করতে না পারি কিংবা এর ফাঁকফোকর দিয়ে কিন্তু এই বিষয়গুলো চলে আসে। আমরা কেন পারিনি মানে যেই ভাবে আমরা শুরু করেছিলাম ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে সেটা তারা সেভ করল কেন এটা সবাই স্বীকার করবে না। ভারতে যদি এভাবে যদি সংক্রমিত না হতো বিশেষ প্রায় একটি ধর্মীয় উৎসবে যদি এমন হতো যদি এক কোটি মানুষকে না দিতেন তাহলে এই পর্যায় পর্যন্ত পৌছাতো না। আর সেটার অভিজাত চিন্তা আমাদের এখন এসেছিল। স্বাভাবিক চলে আসবে। এবং ডেল্টা ভেরিয়েন্ট কিংবা ডেল্টা প্লাস ভেরিয়েন্ট সারা পৃথিবীতে গত কয়েকদিনে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে নানান রকম সংবাদ বিভিন্ন দেশে দেশে আসছে। এবং এই ডেল্টা প্লান ভেরিয়েন্ট এর ভয়ঙ্করতা নিয়ে সবাই কিন্তু খুব চিন্তিত। এই যে আমাদের আজকে ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা কথা বলছি হ্যাঁ ঠিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একেবারে গোড়ার থেকে একেবারে গোড়ার থেকে গত বছরের সেই মার্চ মাস থেকে তিনি স্বাস্থ্য বিধি মানার জন্যেও এবং তিনি বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন। তিন দফা নির্দেশনা একবার বলেছিলেন যে আপনি ভ্যাকসিন নেন আর না নেন আপনাকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে। আপনাকে দূরত্ব বৃদ্ধি মানতে হবে। এবং যেখানে মানুষ জড়ো হয় এরকম জায়গা থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে। তা আমরা সংঘনিয়তের ব্যাপার নিয়ে অনেক কথা বলেছি। দূরত্ববিধির বালাই দেখছি না। যদিও বাংলাদেশের মতন জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের দূরত্ব বিধিমালা একটু কঠিন, কারণ ঢাকা শহরে কত লক্ষ মানুষকে একটি ১০ ফুট বাই ২০ ফুট ঘরের মধ্যে মানুষকে থাকতে হয় এবং সেখানে এই করেনটাইন এবং আইসোলেশন এটা খুব দ্রুব কাজ প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের ব্যাপারে অনেক আগের থেকেই আপনার টেবিলে কথা বলেছি এবং স্কুল কলেজগুলোর যখন বন্ধ তখন সেই প্রতিষ্ঠানের আমরা ব্যবহার করতে পারতাম। আমাদের এখনো সুযোগ আছে এই মুহূ এই এটা ব্যবহার করবার। সেই জায়গাগুলোতেও আমাদের মনোনিবেশ করতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় বেশি প্রয়োজন আমাদের নিজেদের সক্ষমতা এবংদক্ষতার যে জায়গাটি আছে সেটা পরিপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু এই কথাগুলো তো এই কথাগুলো তো গত বছর ১৯ এর ডিসেম্বরের পর থেকে বহুবার বহু জনও তুলেছেন। বহু মাধ্যমে বলেছেন। যাদের শোনার কথা তারা শোনে না তো।

সুভাষ সিংহ রায়ঃ না না আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিন বলছেন।

জিল্লুর রহমানঃ তাহলে তার কথা তার কথাই বা শুনেন না কেন স্বাস্থ্যদপ্তর।

সুভাষ সিংহ রায়ঃ আপনি স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা যেভাবে আমি ওই দোষারোপের জায়গায় আসতে চায় না। কারণ এই যে সমন্বিত যে স্বাস্থ্য দপ্তর এর কথা আমি বলছি সেটার জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। এবং সবাইকে কাজ মানে হুড়োহুড়ি করা নয় কাজ মানে হচ্ছে।

জিল্লুর রহমানঃ না না কিন্তু তার পরেও তো স্পেসিফিক দায়িত্ব আছে। সবাই তো আর সব কাজ করবে না

সুভাষ সিংহ রায়ঃ সেই হ্যাঁ সেই দায়িত্ব যথাযথ করেন।

জিল্লুর রহমানঃ যার যে কাজ সেই তাকেই করতে হবে।

সুভাষ সিংহ রায়ঃ এবং এই যথাযথভাবে পালন করবার জন্য আমাদেরকে আরো বেশি সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হয়ে দেখেছি এবং সেই জায়গায় আমাদের ত্রুটিগুলো এসেছে। আর স্বাস্থ্যবিধি এই বিষয়টি আমার ধারনা উচ্চশিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত, শিক্ষিত যেভাবে বলি না কেন কিংবা একেবারে যে অক্ষর জ্ঞান নেই কেউ কিন্তু বাংলা ভাষা বোঝে। কিন্তু মানার মান্যতা ক্ষেত্রে কিন্তু একটা জটিলতার জায়গাটি আছে। অনেক শিক্ষিত মানুষকে দেখেছি স্বাস্থ্যবিধি মানেন স্বাস্থ্যবিধির ওপরে বেশ টুকটাক বক্তিতাও দিতে পারবেন কিন্তু মান তার ক্ষেত্রে তার কিন্তু আমি।

জিল্লুর রহমানঃ কেন মানে না কেন মানে না মানুষ?

সুভাষ সিংহ রায়ঃ এবং তারা মনে করে, আপনার প্রশ্ন যথার্থই। তারা মনে করে স্বাস্থ্যবিধি খুব ভালো এবং এটা মানা উচিত। কিন্তু সবাই মানবে আমি মানবো না। তার নিজের জীবন যাযাবর এটা আমি তাই দেখে থাকি। তো সেই জায়গাটি স্বাস্থ্যবিধি কিন্তু যত ভেরিয়েন্টই আসুক না কেন যা বলি না কেন ডেল্টা প্লাস বলি ডেল্টা বলি যাই বলি না কেন স্বাস্থ্যবিধি কিন্তু একটাই। সেই স্বাস্থ্যবিধি আমরা মানিনি আমরা মানাতে পারিনি। এটা মান্যতার ব্যাপার। সেই সংস্কৃতি ব্যক্ত হয়ে কেন ঘটলো এবং সেটাও একটা আমাদের ভাবনা চিন্তার বিষয়। এই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু বলেছি লিখেছিলেন তার ডায়রিতে লিখেছিলেন সেটা আবার অসমাপ্ত আত্মজীবনী এসে পেয়েছে তিনি বলেছেন আমি যেটা ভালো মনে করি সেটা করি এবং ভুল হলে তা সংশোধন করি। আমাদের কিন্তু এইরকম আবশ্যিকতা থাকতে হবে যে আমি ভুল করতে পারি আমি দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমি ভুল করতে পারি। আমরা তো সেটা উপলব্ধি করি এবং সেটা সংশোধনের পথে যেন এগিয়ে যাই। আমাদের এই যে টিকা প্রকল্পের কথা বললেন আমাদের তো সক্ষমতা অনেক দিক দিয়ে বেড়েছে। স্যার তো বললেন ডঃ আব্দুস সবুর বললেন আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে আমাদের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সম্পর্কে আমরা অনেকখানি অগ্রগতির জায়গা অর্জন করেছি। আমাদের নানান উন্নয়ন সূচক এগিয়ে আছে অনেকগুলো অগ্রবর্তী জায়গা আছে। আমাদের ঔষধ শিল্প এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেটাকে কাজে লাগিয়ে সবকিছুকে আমরা কতদূর জনকল্যাণে ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে পারব। আমাদের গার্মেন্টস শিল্প আমি এক কথা এখানে বলি এখানে রানা প্লাজা ধ্বংসের আগে যে আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের যে বৈশ্বিক যে অবস্থান তারচেয়ে কিন্তু আমরা এখন অনেক বেশি উন্নত করেছি। কিন্তু এই যে শ্রমিক-কর্মচারীরা কিংবা অফিসাররা তারা দুর্গচকালীন সময়ে যে কোনো জরুরী সময়ে ক্রাইসিস মোমেন্ট তারা তাদের জন্য বাসস্থান কিংবা নির্মাণ করা আমি ওষুধ শিল্পের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে আমি যথেষ্ট এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের আমি পরিচালক। তা আমরা যারা এই ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা যারা অবস্থান করছি আমাদের কিন্তু মোটামুটি একটা পরিকল্পনা সবসময় করা থাকে। যদি আমাদের হরতাল হয় যদি আমাদের কোনো কারফিউ হয় যদি আমাদের এই কোরোনাটা এই এরকম একটা ক্রাইসিস মোমেন্ট আসে আমাদের কিন্তু

অফিস চলে না আমাদের প্রিমিযে যাতে ঠিকমত থাকতে পারে বাসায় যে পরিস্থিতি থাকে অন্তত সেরকম না হলেও কাছাকাছি একটা পরিবেশের মধ্যে যে থাকতে পারে রাত্রি যাপন করতে পারে সেই রকম ব্যবস্থাপনা আমরা তৈরি করেছি অনেক আগে থেকে। আমরা কেন গার্মেন্টশিল্প এত বড় একটা শিল্প সেই শিল্প ক্ষেত্রে আমরা করতে পারলাম না সেটাও কিন্তু যারা এই ক্ষেত্রে যারা নীতিনির্ধারক আছেন যারা নেতৃত্বে আছেন তাদেরই কিন্তু ভাবতে হবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি গার্মেন্টস এর মধ্যে বাংলাদেশের বেস্ট ৮টি গার্মেন্টস কিন্তু বাংলাদেশের রয়েছে। অতএব সেটাও কিন্তু আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। সবমিলে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জটার জন্য আমাদের ভাবতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ ডক্টর ডক্টর জি।

সুভাষ সিংহ রায়ঃ আমরা কি করে কুড়িগ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে পারি কিভাবে সাতক্ষীরাতে প্রত্যন্তবনা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাখতে পারি যাতে কিছু হলেই একেবারে এম্বুলেন্স নিয়ে ৯ টাকা ১০ হাজার টাকা দিয়ে যেই রোগের আপনার প্রাথমিকভাবে জেলা শহরে করা প্রয়ো একেবারে খুব ভালোভাবেই করা যায়, সেই নিউরো মেডিসিনের ডাক্তারের খোঁজে সেই মেডিসিনের ডাক্তারের খোঁজে আমরা কেন ঢাকার দিকে রোগীদেরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করি? সেটাও কিন্তু বিবেচনার বিষয়।

জিল্লুর রহমানঃ জি ধন্যবাদ।

সুভাষ সিংহ রায়ঃ সমন্বিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা খুব জরুরী।

জিল্লুর রহমানঃ ডক্টর আব্দুস সবুর বিষয় আমার মনে হয় এখান থেকে তিনি আলোচনাটা শুরু করতে পারেন এই পর্যায়ে। যেখানে ডক মিস্টার সুভাষ সিংহ রায় শেষ করলেন। সমন্বিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা তিনি বলছিলেন। কেন?

মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ উনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে সমন্বিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা এই কথাটা ঠিক আছে। কিন্তু স্বাস্থ্যব্যবস্থা তো আর সমাধিআর একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ না। আমরা এমন একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতর দিয়ে আছি যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত শাসন। কই কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা যত ধরনের কেন্দ্রীভূত হওয়া যায় সবটাই কিন্তু আমরা করে দেখেছি। আমরা সব কিছুই প্রধানমন্ত্রী মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী না বললে কিছুই ঘটেনি। কিন্তু তার একটি বিশাল মন্ত্রিপরিষদ আছে। কিন্তু সেই মন্ত্রী পরিষদের প্রত্যেকটি সদস্যই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বলেই তারা কাজ করবে না বললে তারা কাজ করে না। তাদের এই সেদিন আইনের কাছে পড়া দেখছিলাম লেখা দেখছিলাম যে এত সব মন্ত্রণালয় রাখার কোনো দরকার আছে? সব মন্ত্রনালয় উঠিয়ে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় তো সবকিছু চালাই। তারাই করুক তাহলে এত মন্ত্রণালয় কষা বেতনে খরচ করার কি দরকার? স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি যেটা সুভাষ বাবু বললো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একেবারে ন্যূনতম যে সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা টাকে তার উদৃষ্ট জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা দিতে। এখন উদৃষ্ট জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা দিতে পারবে তো স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঢাকাতে কেন্দ্রীভূত থাকলে পরে তো এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিতে পারেনা। এবং যার ফলশ্রুতি আমরা এখন দেখছি সবকিছু ঢাকার দিকে আসতে হচ্ছে ঢাকাতে আনতে হচ্ছে। এবং এই করোনাকালেও কিন্তু সেই একই ঘটনা

হলো এর আগে যখন ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অবস্থার খুব খারাপ গেল। আমাদের প্রথম ঢেউয়ের প্রসঙ্গ যদি বলি। তখন কিন্তু কি হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা ঐ সমস্ত জায়গা থেকে ডাক্তার নার্স নিয়ে এসে ঢাকাতে সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়েছি। এখন যখন
চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী, খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা চিৎকার করছে সেখানে কি আমরা ঢাকা থেকে ডাক্তার পাঠিয়েছি? পাঠাই নি। আমরা তার মানে হলো আমরা প্রয়োজনের সময় বাইরে থেকে নেবো বাইরেকে প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা করবো না এবং সব জায়গায় এই যে ১২, ১৪, ১৫ টা করে মৃত্যু রাজশাহী মেডিকেল কলেজে, খুলনা মেডিকেল কলেজে, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে এই মৃত্যু কিন্তু এড়াতে পাড়ার না পারার কোন কারণ ছিলো না।
কোরোনাকাল ৪৮০ দিন সুভাষ বাবু বললেন। আমরা কিন্তু ব্যবস্থা কেমন এটা জানি। আমাদের দরকার হচ্ছে জনগণ এবং তার সাথে অক্সিজেন। এইতো ওষুধ তো খুব বেশি কাজ করবে না ভাইরাস থেকে সুতরাং অক্সিজেনের ব্যবহারটা। এটি করতে না পারার কোন কারণ নাই এবং অক্সিজেন সেন্টার অক্সিজেন সাপ্লাই যদি আমি করতে না পারি বড় বড় সিলিন্ডার নিয়ে গিয়ে আমি আগে করতে পারি। যশোর আইসোলেশন হাসপাতালে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মী বাহিনী যে কাজ করছে যশোরে ২৫০ সড়দিয়া হাসপাতলে। তারা প্রথমে গিয়ে যখন দেখেছেন যে এদের অক্সিজেন নেই তারা ঢাকা থেকে এক লরি অক্সিজেন উঠায় নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে। তারপর তারা চিকিৎসা দেওয়া শুরু করেছে। ফলে আমাদের এখানে কিন্তু ব্যবস্থা করলে হবে না আমরা জানি এবং করতে পারি। সমস্যা হচ্ছে যে এটা করার জন্য যে আবার ব্যবস্থাপনার কথাটা বলতে হবে। আপনার তো যুদ্ধক্ষেত্রে সেনারা কি করে কোন একটি ফন্টে যদি খুব বেশি ঝামেলা হয় তাহলে কিন্তু উনি অন্য জায়গা থেকে চুস উইথড্র করে সেই ফন্টে

জিল্লুর রহমানঃ জি আমরা একটু শেষের দিকে চলে এসেছি। ডক্টর সবুর জাস্ট ছোট্ট করে যদি আপনি কন্ট্রোল করেন আলোচনাটা।

মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ এখন আমি যে কথাটা শুরুতে বলেছিলাম যে আমরা মোটামুটি একটি ভালো দুর্যোগের ভেতর ঢুকে পড়েছি। যে কারণে ঢুকে পড়ি না কেন ঢুকে পড়েছি। অতীতের দিকে না তাকিয়ে এখন এই দুর্যোগ থেকে আমরা কিভাবে উত্তিরন হবো এবং সেই উত্তিরনটা হতে হবে সবাইকে মিলে একসাথে কাজ করে কেউ কারোর প্রতি দোষারোপ করে না এবং কোন এক জায়গাতে নজরটা না দিয়ে আমরা শুধু লকডাউন বলে লোকজন ঘরে বের হতে দিব না বাইরে বের হতে দিব না কিন্তু লোকজন ঘরে বসে কি খাবে সেদিকে তাকাবো না সেটা হবে না তার পরেও মানুষ অসুস্থ হবে তাদেরটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করতে গেলে পরে সেখানে যে সমস্ত ইনপুট গুলা লাগবে সেগুলো ফলের সব ফন্টেই কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি আমরা একদিকে যখন কনসেনট্রেট করি তখন অন্য দিকটা ভুলে যায়। তো এইভাবে তো এই দুর্যোগটি উত্তোলন করা যাবে না।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার সুভাষ সিংহ রায় জাস্ট থার্টি সেকেন্ডস।

সুভাষ সিংহ রায়ঃ আমি মনে করি আমরা বিয়ের জাত আমরা সেই জাতি যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি এই জাতি পৃথিবীতে খুব কম আছে এবং আমরা অনেক কিছুই পারবো। আমাদেরকে পারতে হবে। নতুন প্রজন্মকে ওই দীক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে এবং এখানে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যে কথা যশোর হসপিটালে কথা বললেন আমি তো জানি এবং যেহেতু আমার জন্মস্থান যশোর আমি অনেক টিমকে দেখেছি ছাত্রলীগের একটা টিম আছে অক্সিজেন

টিম তারা ঢাকা শহরের প্রতিদিন কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় অক্সিজেন দিচ্ছেন। এবং তারাই পুরো ৪৮০ দিন কিন্তু তারা এই কাজটা করেছেন। এরকম সামাজিক উদ্যোগগুলো নগরবাসীর প্রয়োজন। আমরা সেই জায়গায় জানো রাজনৈতিক সামাজিক উদ্যোগগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। এবং কারো প্রতি কারো দোষারোপ না করে আমরা যেন এই এই সময় সবাই যেন ঐক্যবদ্ধ হই। কাজী নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন যে অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরন। কান্ডারী আজ দেশে বিদ্যমান মানছে মুক্তিপণ। তো আমাদের এই যে কান্ডারীরা

জিল্লুর রহমানঃ জি শেষ করতে হবে।

সুভাষ সিংহ রায়ঃ আমি শেষ করছি কান্ডারীরা তাদেরকে ভাবতে হবে যে আমাদের যারা এই জনগণ এই আমাদের যে সম্পদ সেই সম্পদ এবং মানুষকে বাঁচাতে গেলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং আমি আবার ফিরে আসছে সে জায়গায় সকলকে তার নিজের শ্রেষ্ঠ অর্জনটাকে দক্ষতাকে মানুষের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে। একটু সতর্ক আমরা কি মানুষের কাছ থেকে আশা করতে পারি?

জিল্লুর রহমানঃ অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার সুভাষ সিংহ রায় এবং মোহাম্মদ আব্দুস সবুর। দর্শক কথা হচ্ছিলো কোভিদ পরিস্থিতি নিয়ে এবং আমরা একটা ভাইরাস ভয়ংকার দুর্যোগ পরিস্থিতির মধ্য ঢুকে পড়েছি। আমার অতিথিরা বলছিলেন। এবং এই জায়গায় এই পরিস্থিতির জন্যে সিদ্ধান্তহীনতা দোদুল্য মান করে গত ৪৮০, ৮১, ৮২ দিনে যে পারফরম্যান্স এবং সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে নানা ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা গেছে আমাদের শাসন ব্যবস্থার একটা দূর্বলতার কথা উচ্চারণ হয়েছে যেমন কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার সেটিও সংকটের একটি কারণ। কিন্তু সব ফন্টে যুদ্ধ করতে হবে এটি হচ্ছে যুদ্ধাবস্থা এমন এক যুদ্ধ বস্থা যেখানে শত্রুকে ঠিক চেনা যায়না দেখা যায়। না কাজেই এখানে সব ফন্টে যুদ্ধ করতে হবে। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপরে নির্ভর করলে চলবে না। টিকা কখন পাবো টিকার আশায় বসে থাকলে হবে না। আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। আমাদের মাস্ক পড়তে হবে আমাদের পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে হাত ধোয়ার অভ্যাসটা চালু রাখতে হবে। এবং সেইসঙ্গে লকডাউন চলছে লকডাউন রাখতে হবে এবং যাদের ঘরে খাবার নেই তাদের ঘরে খাবারও পৌঁছে দিতে হবে। সেটি সরকারও করবে এবং সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি বর্গ যেটি করবেন এবং একই সঙ্গে একইসঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশের যাদের টিকা নেয়ার সুযোগ আছে অতএব যারা টিকা পেতে পারেন সববয়সের মধ্যে শিশুরা হয়তো টিকার আওতার ভিতরে পড়বে না। কিন্তু যাদের টিকা যে বয়সে মানুষেরা টিকা পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন তাদের প্রত্যেককে ভ্যাক্সিনেশন এর আওতায় দ্রুততার সঙ্গে আনতে হবে অবশ্যই ভ্যাকসিন এর ব্যবস্থা করতে হবে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেছেন যে এর জন্য যত টাকা লাগে সরকার সে টাকার ব্যবস্থা করবে সেটি একটি আশার কথা কিন্তু এর জন্য যে কূটনীতিটা দরকার ভ্যাকসিন ডিপ্লোম্যাসিটা দরকার সেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যথার্থ সাফল্যের সঙ্গে করবেন বলে আমরা আশাবাদী ইতিমধ্যে অনেক ব্যর্থতার পরিচয় তারা দিয়েছেন সেই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। তাহলে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।